CHOWDHURY STUDIO.

কল্পচিত্র মন্দিরের

ওরে-যাত্রী

2-2-51

ভূতনাথ বিশ্বাসের প্রযোজনায়
কল্পচিত্র মন্দিরের
প্রথম অর্ঘ্য

ওরে যাত্রী

—কাহিনী, সংলাপ ও গান—
নিতাই ভট্টাচার্য্য

—চিত্র শিল্পী—
অনিল গুপ্ত

—শব্দ যন্ত্রী—
সত্যেন ঘোষ

—সুর সংযোজনা—
কালীপদ সেন

—শিল্প নির্দ্দেশক—
সত্যেন রায় চৌধুরী

—পরিস্ফুটনে—
ধীরেন দাশ গুপ্ত

—ব্যবস্থাপনা—
যুগল দাস

—সম্পাদনা ও পরিচালনা—
রাজেন চৌধুরী

প্রচারে—সুপ্রভাত চৌধুরী

—সহকারীগণ—

চিত্র শিল্পে—সন্তোষ গুহ রায়
শিল্প নির্দ্দেশনায়—গৌর পোদ্দার
সুর সংযোজনায়—শৈলেন রায়
রসায়নাগারে—শম্ভু সাহা, সামান্ত রায়, সরল চট্টোপাধ্যায়, ননী দাস, অমূল্য দাস

শব্দ যন্ত্রে—সুশীল বিশ্বাস
পরিচালনায়—তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় মুখোপাধ্যায়, রমা চক্রবর্ত্তী
ব্যবস্থাপনায়—অচ্যুত বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদনায়—অমিয় মুখোপাধ্যায়

শিল্পীগণ—অনুভা গুপ্তা, প্রভা, রেণুকা রায়, নমিতা রায়, প্রীতিধারা মুখার্জি, কল্যাণী দেবী, তারা ভাদুড়ী, দীপক মুখার্জি, উত্তম চ্যাটার্জি, ধীরেন গাঙ্গুলী (ডি জি), নিতাই ভট্টাচার্য্য, হরিদাস চ্যাটার্জি, মাষ্টার লক্ষ্মী, মাষ্টার সত্য, নবদ্বীপ, রঞ্জিত বোস, জ্যোতি মজুমদার এবং আরও অনেকে।

(ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত)

একমাত্র পরিবেশক—বঙ্গে পিকচার্স ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

—কাহিনী—

রামপুরের বিপত্নীক ধনাঢ্য ও অপুত্রক জমিদার রাজকুমার বংশধরের অভাবে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র চন্দ্রনাথকে দত্তক নিয়ে বংশধরের আশায় উমাতারার সঙ্গে তার বিবাহ দেন। বিবাহের পাঁচ বছর পরেও তাদের কোন সন্তান না হওয়ায় রাজকুমার উমাতারাকে বন্ধ্যা বলে মনে করেন এবং নয়নতারার সঙ্গে তিনি চন্দ্রনাথের পুনরায় বিবাহ দেন। ফুলশয্যার রাত্রে উমাতারা চিরকালের মত গৃহত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু তখনও সে জানতো না যে তার গর্ভে ছিল চন্দ্রনাথের ঔরসজাত সন্তান।

পথ চলতে গিয়ে উমাতারার দেখা হয় উমাতারার দাইমা নার্সবেশী মহামায়ার সঙ্গে—যার কোলে উমা তার শিশুকাল কাটিয়েছিল। এই মহামায়ার বাড়ীতেই উমাতারা আশ্রয় পায়—এবং এইখানে একদিন যথাকালে উমা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। এই ছেলেই পরে চন্দ্রশেখর (শেখর) বলেই পরিচিত হয়।

এদিকে চন্দ্রনাথের দ্বিতীয় স্ত্রী নয়নতারাও রামপুরে এক পুত্র প্রসব করে—এই ছেলেই পরবর্ত্তী কালে শঙ্কর নামে পরিচিত হয়। আদর আর টাকার কোলে সে মানুষ হতে লাগলো। একদিন রাজকুমার তাকে কলকাতার স্কুলে ভর্ত্তি করতে নিয়ে গেলেন।

উমাতারা তখন নার্সের পেশা নিয়ে মহামায়ার আশ্রয়েই আছে। মহামায়া এসময় শেখরকেও স্কুলে ভর্ত্তি করে দিল। দুজনে একই দিনে একই স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে গেলো—অথচ এরা কেউ কাউকে চিনলো না যে এরা দুজনেই একই পিতার সন্তান।

দুজনে এক সঙ্গে লেখা-পড়া করে ম্যাট্রিক, আই-এস-সি ও মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে বেরুলো। কিন্তু সব পরীক্ষায় হ'লো শেখর ফার্ষ্ট ও শঙ্কর সেকেণ্ড। লেখা-পড়া ছাড়াও শেখরের মন ছিল বৈপ্লবিক চিন্তায় ভরপুর—সে ছিল দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন একনিষ্ঠ সেবক। তাই তার গতিবিধির ওপর পুলিশের ছিল সতর্ক দৃষ্টি।

যোগমায়া (বামুনদিদি) নামে মহামায়ার এক দিদি এদের দেশের বাড়ী রামপুরেই থাকতেন, আর জমিদার পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই মহামায়া আর যোগমায়ার একই দিনে এক সঙ্গে একই বরে বিবাহ হয়। তখন যোগমায়ার বয়েস বার, মহামায়ার দশ আর বরের বয়েস পঞ্চাশ। বর পছন্দ না হওয়ায় চিরকালের মত বাড়ী থেকে চলে গিয়ে মহামায়া নার্স হয়ে আছে। আর যোগমায়া তার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারিণী হয়ে দেশেই আছেন।

আর তাদের বড় সতীনের নাতনী শতদলকে তিনি নিজের কাছে রেখে মানুষ করছেন। তার খুদ কুঁড়ো যা আছে সব তিনি শতদলকেই লিখে পড়ে দিয়ে যাবেন। তাই একজন বিশ্বাসী লোক চেয়ে মহামায়াকে চিঠি লেখেন। মহামায়া পাঠালো শেখরকে।

শেখর গেলো বামুনদিদির কাছে রামপুরে—সেখানে তার পরিচয় হলো শতদলের সঙ্গে।

ওদিকে জমিদার বাড়ীতে সহসা চন্দ্রনাথ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। নতুন বৌ নয়নতারা শতদলকে চন্দ্রনাথের সেবা শুশ্রূষার জন্য ডেকে পাঠালো। শতদল নিয়ে যায় শেখরকে। এই শেখর প্রথম তার পিত্রালয়ে প্রবেশ করলো—যদিও সে জানতো না যে এই তার পিতৃভূমি। এইখান থেকেই সে জানতে পারে যে চন্দ্রনাথ তার পিতা আর তার মা উমাতারা এই বাড়ীরই বধু।

শেখর তখনই রামপুর ছেড়ে চলে আসে কলকাতায় তার মায়ের কাছে—আর তার রামপুরের অভিজ্ঞতার কথা সে জানায় তার মাকে।

শঙ্কর উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিলেত যায়—এবং সেখান থেকেই আই, এম, এস এর জন্য মিলিটারী সার্ভিসে নাম লিখিয়ে আসে।

এদিকে বামুনদিদি পরলোক যাত্রা করেছেন। সহকার-হীন-লতার ন্যায় শতদল আশ্রয়হীনা হয়ে অকুলে ভেসে বেড়াচ্ছে। এমন সময় শেখর তার সত্যি-কারের পরিচয় জানিয়ে শতদলকে আমন্ত্রণ জানায় তার কাজের সহায়ক হতে। শতদল যেন অকুলে কুল পেলো।

শেখর তাকে মেডিকেল কলেজে নার্সের কাজ শিখতে দেয়। এর কিছু-কাল পরে দেশব্যাপী যুদ্ধের রণ-দামামা উঠলো বেজে। শেখরের বৈপ্লবিক কাজ কর্ম্ম তখন বিপুল উদ্যমে চলছিল। পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি তার ওপর আগে থেকেই ছিল। এখন সেটা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। শেখরের সহকর্ম্মীরা সব পুলিশের হাতে বন্দী হলো। শেখরের তখন ফেরার হওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। তাই সে সৈন্য দলভুক্ত হয়ে পাড়ি জমালো ভারতবর্ষের বাইরে।

আর একদিকে শঙ্কর বৃটিশ বাহিনীর পক্ষ নিয়ে মেজরের পদ গ্রহণ করে চলে যায় মণিপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে।

মেজর-জেনারেল বেশী শেখর আর মেজর বেশী শঙ্কর দুজনের পুনরায় দেখা হয় মণিপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে।

তারপর কি হলো—তারই জবাব পাবেন চিত্রগৃহের রূপালী পর্দায়।

—গান—

বসেছিলাম আনমনে পথচেয়ে আর দিনগুণে।
ঘুম ভাঙ্গা মন উঠলো জেগে
ডাক শুনে কার ডাক শুনে ॥

আজ প্রভাতে পাখীর সুরে
দোলা দিল হৃদয় পুরে
ধূসর আকাশ রাঙ্গিয়ে দিল
অরুণ আলোর জালবুনে ॥

আপন হাতে আগল খুলে
বসলো সে যে প্রাণের মূলে
ভীরু দুয়ার পড়লো ভেঙ্গে
প্রথম চাওয়ার স্পর্শনে।

তার হাতেরি হাতছানি
সর্ব্বনাশের আনলো বাণী
ঘর বাঁধেনা ঘর ভাঙ্গে সে
তবু তারি ছোঁয়ায় ফুল ফোটে যে
কাল বোশেখীর ঝড় যেন গো
হঠাৎ এলো ফাল্গুনে ॥

নাইবা কিছু দিলে তুমি দুঃখ নাহি প্রিয়,
শুধু যাবার আগে তোমার গলে
মালাটি মোর নিও।
অশ্রু মেদুর ধূসর সাঁঝে—দিয়েছিলাম আলপনা যে
কত প্রদীপ জ্বালিয়েছিলাম সন্ধ্যাতারা জ্বেলে,
পথের পানে চেয়েছিলাম দুটি নয়ন মেলে,
কখন তুমি আসবে বলে পরম বরণীয়।
—শুধু যাবার আগে তোমার গলে
মালাটি মোর নিও।
হঠাৎ দেখি কখন তুমি এলে অতর্কিতে
তোমার চরণ চিহ্ন এঁকে মনের আঙ্গিনাতে
বাঁধতে তোমায় সাধ যে ছিল
বাঁধন আমার হার মানিল
আমার প্রাণের গোপন পূজা
একক ঝরা ফুলে
চুপি চুপি তোমার পায়ে
তাই যে দিলাম তুলে
হৃদয় আমার বারেক ছুঁয়ে পূর্ণ করে দিও—
—শুধু যাবার আগে তোমার গলে
মালাটি মোর নিও ॥

তরণী আমার যদি ডুবে যায়
পাড়ি দিতে পারাবার
তোমারি চরণে মোরে দিও ঠাঁই
ওগো ও কর্ণধার।
ওগো কাণ্ডারী জীবনের তরী
যবে মোর দিনু খুলে
তব পানে চাহি প্রভাত বেলায়
সীমাহারা নদীকূলে,
ভেবেছিনু ভরাপালে
কাল জলে ছলছলে
ভরিয়া আমার বীণা
তোমার বাঁশীর সুরে—
গেয়ে যাব অনিবার।
উদ্বেল আজি বারিধির জল
ভাঙ্গা তরী মোর করে টলমল
ভেঙ্গে গেছে হাল—ছিঁড়ে গেছে পাল
তরণী তোমার সামাল সামাল
ঘন ঘোর আঁধিয়ার
চোখের কাজল ধুয়ে দেয় মোর
প্রবল অশ্রুধার।
কোন সে সুদূর দেশে কনক ভূমি
অরুণ যেথায় নামে উষারে চুমি
যাহা কিছু বলিবার বলা হলো না
আঁখি জলে ফুটে ওঠে যত কামনা
জীবনে পাইনি যাহা মরণে যেন গো পাই
ওগো কাণ্ডারী ওগো বন্ধু আমার।

স্বাধীন ভারত স্বাধীন ভারত স্বাধীন ভারত বন্দে।
বন্ধন শৃঙ্খল ঝন্‌ঝন্‌ মন্ত্রে মুক্তির উন্মাদ ছন্দে॥
লাঞ্ছনা চিহ্নিত জর্জ্জর বক্ষে
জাগ্রত শক্তির লীলা
শাসন পেষন বিগলিত চক্ষে
বিপ্লব বহ্নির জ্বালা।
গর্জ্জিছে দুর্য্যোগ দুর্দ্দিন ঝন্‌ঝা
যাত্রা পরমানন্দে॥
উদ্ধত—নির্দ্দয় শাসন দণ্ড দাহত নির্ভয় চিত্ত
উদ্ধত—নির্ম্মম পীড়ন ছন্দ রক্তের নির্ভয় নৃত্য
শঙ্কট দুর্য্যোগ দুর্দ্দিন ঝন্‌ঝা
যাত্রা পরমানন্দে॥

2-2-51

বম্বে পিকচার্স ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ৪২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, শৈল আর্ট প্রেস হইতে উমাপতি গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

—দাম দুই আনা—